সুবর্ণজয়ন্তীর অঙ্গীকার ডিজিটাল গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২২

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

২২ মাঘ ১৪২৮
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২২' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

একটি জ্ঞানমনস্ক, সুন্দর ও আলোকিত সমাজ গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। মানব-সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ এবং ধারাবাহিকতার অমূল্য তথ্যাবলি পুস্তকে গ্রন্থিত থাকে। গ্রন্থাগার সেই সংখ্যাতীত পুস্তকের বিপুল সমাহারকে ধারণ করে। মানবের উপলব্ধিগত জীবনবোধ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও উত্তরপ্রাপ্তির সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠে গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে। বই পড়ার এই অবারিত সুযোগ করে দেয় গ্রন্থাগার। গণগ্রন্থাগারে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তথ্য-প্রযুক্তির বহুমুখী বিকাশের ফলে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির অতি ব্যবহার মানুষের মননশীলতা এবং সৃজনশীলতাকে ব্যাহত করে তাকে যান্ত্রিকতার মাঝে আবদ্ধ করে রাখছে। তথ্য-প্রযুক্তির চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারের প্রচলিত ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে। গ্রন্থাগার এখন পায়ে-চলা পথ পেরিয়ে প্রযুক্তির মহাসড়কে পদার্পণ করেছে। পরিবর্তনের এই নতুন ধারার সাথে তাল মিলিয়ে সরকার গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করছে, পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিট্যালাইজেশনের মাধ্যমে ঘরে বসেই অনলাইনে তথ্য আহরণের সুযোগ সৃষ্টি করছে। আমি আশা করি, এ সকল উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে যান্ত্রিকতার রুদ্ধতা হতে মুক্ত করে গ্রন্থাগারমুখী হতে উৎসাহিত করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত ও আধুনিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক জাতি। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর দেশের লাইব্রেরিসমূহে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের কর্নার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় এক হাজার সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করেছে যা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্মকে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পঞ্চমবারের মতো উদ্‌যাপিত হচ্ছে ৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২২'। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে এবারের দিবসটির তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিবস উদ্‌যাপন এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গভীরতর উপলব্ধির জন্য দেবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

যেকোনো দেশের গণগ্রন্থাগারগুলি সেই দেশ তথা জাতির জ্ঞানের আধার। মানবের জীবনবোধ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা এবং উত্তর প্রাপ্তির সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠে গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে। বই পড়ার এই অবারিত সুযোগ কেবল গ্রন্থাগারেই পাওয়া যায়। সেখানে রাশি রাশি পুস্তক এবং তথ্য-ভান্ডারের সংস্পর্শে এসে গ্রন্থপ্রেমী মানুষেরা নিজেদের জানার ভাণ্ডারকে ইচ্ছেমতো সমৃদ্ধ করতে পারেন।

বর্তমান গ্রন্থাগার-বান্ধব সরকার দেশের জনগণকে আরও জ্ঞানমনস্ক করতে গ্রন্থাগারগুলির সক্ষমতা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করে চলেছে। এ লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প, দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন প্রকল্প, সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণ শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারের ক্রমাগত বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে একদিকে যেমন অবকাঠামোগত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হচ্ছে, অন্যদিকে পাঠক সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরীখে ই-বুক পাঠ ও তথ্য আহরণের সুবিধাও সৃষ্টি করা হচ্ছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য 'ব্রেইল কর্নার' স্থাপন তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়া মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ২ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত চার দিনব্যাপী সারাদেশে 'বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা'র উৎসবমূখর আয়োজন ভবিষ্যত প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানান দেয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের নিয়মিত উদ্‌যাপন গণগ্রন্থাগারের উন্নয়নের ধারাকে আরও বেগবান করবে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে ঘিরে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সর্বস্তরের জনসাধারণ আরও বেশি সচেতন এবং গ্রন্থাগারমুখী হবে, সে কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কে এম খালিদ, এমপি

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি দেশের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই এ দিবসের মূল লক্ষ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবিরাম উন্নয়ন-প্রয়াসের এটি আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য আলোকিত মানুষ গড়া। একটি শিশু জন্মগ্রহণ হতে শুরু করে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ তাকে আলোকিত মানুষরূপে পরিচিত করে না। আলোকিত মানুষ হতে হলে তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, বিবেকবান হওয়ার অনুশীলন করতে হয়। জ্ঞানার্জন করতে, তথ্য-সমৃদ্ধ হতে হলে তাকে বিভিন্ন সূত্রের সন্ধান করতে হয়। আর বিবেককে জাগ্রত করতে তাকে সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে তা থেকে ইতিবাচক শিক্ষাটি গ্রহণ করতে হয়। এই জ্ঞান ও তথ্যের সন্ধান করতে তাকে বই পড়তে হয়। বই জ্ঞান ও তথ্যের ধারক, গ্রন্থাগার বই-এর ধারক। অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে জ্ঞান ও তথ্যের সাথে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কেবলমাত্র স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক পড়ে জ্ঞানভত্তিকি সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সিলেবাস নির্ভর আর গ্রন্থাগার মুক্তচিন্তা নির্ভর। তবে গ্রন্থাগার যে মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে, তা কেবল এমনি এমনি হবার নয়। যে সমাজ ঘিরে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজের মানুষের মাঝে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগ্রত থাকতে হবে। যে সমাজে, যে দেশে মানুষের মাঝে জ্ঞানের স্পৃহা যত তীব্র, সে সমাজ ও রাষ্ট্রও তত সমৃদ্ধ ও আলোকিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন গ্রন্থাগার-বান্ধব সরকার দেশের জনগণকে আরও জ্ঞানমনস্ক করতে গ্রন্থাগারগুলির সক্ষমতা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করে চলেছে। এ লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহরে মধ্যে অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প, লাইব্রেরিজ আনলিমিটেড প্রকল্প ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম মুসলমি ইনস্টিটিডিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণ, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি পরিচালনা, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সেবার আধুনিকায়ন ও সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলছে। এসব প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়ন গ্রন্থাগারে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি-সমৃদ্ধ পাঠ-সুবিধা ও তথ্য-প্রাপ্তির সুযোগসহ সামগ্রিক সেবার মান বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২২-এর অনুপ্রেরণা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবুল মনসুর

একনজরে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অধিদপ্তর-যার অধীনে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারসহ সারাদেশে ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান উন্নয়নবান্ধব সরকার কর্তৃক দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য একাধারে যেমন বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে - তেমনি শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশেও গৃহীত হয়েছে নানা উপযোগী কর্মপরিকল্পনা। দেশের গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণে এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় পাঠকসেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি।

১৯৫৪ সালের ০৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালের ২২ মার্চ ১০,০৪০টি পুস্তকের সংগ্রহ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি'র যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এটি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র শাহবাগে অবস্থিত বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় এবং ৬ জানুয়ারি ১৯৭৮ খ্রি. হতে তার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিসহ তৎকালীন বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং জেলা পর্যায়ের 'বাংলাদেশ পরিষদকে' জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার নামকরণ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৮৩ সালে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিটি পরবর্তীতে বরেণ্য কবি সুফিয়া কামালের নামানুসারে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার নামকরণ করা হয়।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক সুবিধাসম্বলিত পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানমনস্ক, মননশীল আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ভবনের সাথে সংযুক্ত সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে সাধারণ পাঠকক্ষ, বিজ্ঞান পাঠকক্ষ ও শিশু-কিশোর পাঠকক্ষসহ ৫০০ জন পাঠকের আসন ব্যবস্থা রয়েছে। সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে দুই লক্ষাধিক পুস্তক ও পাঠ্সামগ্রী রয়েছে। অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে রয়েছে ৫২৫ আসন বিশিষ্ট শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন। দেশের বাকি ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে প্রায় ২৩ লক্ষ পুস্তক ও পাঠসামগ্রী রয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮,০৩৬টি পুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে।

গণগ্রন্থাগারসমূহের সেবা:
বই ও রেফারেন্স সেবাসহ সংবাদপত্র ও দেশি-বিদেশি সাময়িকী, ফটোকপি, বই লেনদেন, বেসরকারি গণগ্রন্থাগার তালিকাভুক্তকরণ, পুস্তক প্রদর্শনী, ইন্টারনেট ও ওয়েব পোর্টাল সেবা।

গণগ্রন্থাগারের বিশেষ কার্যক্রম:
সকল সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বাংলা নববর্ষ ও জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম-এর জন্ম জয়ন্তীতে রচনা, বইপাঠ, হাতের সুন্দর লেখা, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন গ্রুপে শিশু থেকে সকল বয়সের প্রতিযোগীবৃন্দ নির্ধারিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়ে থাকে। এছাড়া বরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অধিদপ্তরের আওতাধীনগ্রন্থাগারসমূহের উদ্ভাবনী কার্যক্রম:
সাহিত্য আলোচনা, পরিসংখ্যান সফটওয়্যার, ই-নথির সকাল, রেফারেন্স সেবা সহজীকরণ, অনলাইনে সদস্যকরণ ইত্যাদি উদ্ভাবনী কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

বিগত ১০ বছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:
- ০৫ ফেব্রুয়ারি-কে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স সরকারি বিশেষ গ্রন্থাগারটি আধুনিকীকরণ;
- ভারতের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ ভবনে আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপন;
- ছয়টি নূতন জেলায় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ;
- সাংগঠনিক অবকাঠামোতে নতুন ৩৬৬টি পদ সৃজন;
- ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে 'শেখ রাসেল কর্নার' স্থাপন।

সদ্যসমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:
- অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প;
- কুষ্টিয়া, বরগুনা, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় তিন তলা আধুনিক ভবন নির্মাণ।
- লাইব্রেরিজ আনলিমিটেড প্রকল্প।

চলমান প্রকল্পসমূহ:
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প;
- দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প;
- দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন প্রকল্প;
- সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- বিভাগ/জেলা পর্যায়ে অনলাইনে গ্রন্থাগার সেবার সম্প্রসারণ।

প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প:
- শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:
- ওয়েবসাইটে পুস্তক আপলোড করার মাধ্যমে সারাদেশের সকল পাঠকের জন্য সেবা উন্মুক্ত করা;
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত লাইব্রেরির সাথে গণগ্রন্থাগারের সেবা বিনিময় কার্যক্রম;
- প্রতিটি গণগ্রন্থাগারকে সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নির্মিতব্য বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক গণগ্রন্থাগার ভবন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২২ মাঘ ১৪২৮
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

তথ্য-প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়ন-স্রোতে পরিবর্তনের নতুন ধারার বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করছে, পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলিকে ডিজিটালাইজেশনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরসহ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার-কে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সম্বলিত এবং অত্যাধুনিক ও নান্দনিক গণগ্রন্থাগার ভবনে বাস্তবায়নের নিমিত্ত 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ' প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক 'দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের কর্নার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মকে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এবং পাঠক, গবেষক, তথ্য আহরণকারী ব্যক্তিবর্গসহ সর্বসাধারণের কাছে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে আরো অধিক আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করে তোলার জন্য দেশের এক হাজার সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বই নিয়ে প্রতিটি জেলার পাঠকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। গ্রন্থাগারের জনবলকে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধিসৌধ গ্রন্থাগারটিকে একটি আধুনিক দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। স্কুল পর্যায়ে লাইব্রেরি-ঘণ্টা চালুর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে 'শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র' নামে একটি অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রামে 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপন গ্রন্থাগার ব্যবহারে দেশের মানুষকে আরো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলায় সহযোগী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২২'-এর সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা এম.পি

সভাপতি
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

পঞ্চমবারের মতো ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। জাতীয় পর্যায়ে এ দিবস-এর উদ্‌যাপন গ্রন্থাগারের সাথে সম্পৃক্ত সকল মানুষকে আরও উদ্দীপ্ত এবং অনুপ্রাণিত করবে।

গ্রন্থাগার একটি স্বীকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। চলমান জীবনধারা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও এটি অন্যতম ধারক ও বাহক। গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও বেশি সচেতন করে তোলার জন্যই 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস'-এর প্রবর্তন। প্রসঙ্গত: উলেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের নিকটে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনায় এনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এ দিবসটিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলায় একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনে বর্তমান সরকার দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত গ্রন্থের প্রচার ও প্রসারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। সকল জেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের নিজস্ব ভবন নির্মাণ, তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক সেবাদানের লক্ষ্যে সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন সেবাদান ব্যবস্থা চালুকরণ, উপজেলা পর্যায়ে সরকারি গণগ্রন্থাগার সৃষ্টির প্রকল্প গ্রহণ, আধুনিক সুবিধাদি সৃষ্টি, বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে প্রয়োজনের নিরীখে বিনামূল্যে বই সরবরাহ এবং আর্থিক অনুদান প্রদান করাসহ ব্যাপক কর্মকান্ডের অব্যাহত বাস্তবায়ন সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। রাজধানী থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিদ্যমান এসব গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উপকারিতার বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে গঠিতব্য একটি ব্যাপক-ভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত কর্মসূচিসমূহের সফল অনুষ্ঠান হবে বলে আশা করছি। দেশব্যাপী অনুষ্ঠেয় উপর্যুক্ত কর্মসূচির উৎসবমুখর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান একাডেমিক লাইব্রেরি এবং জেলা-উপজেলায় অবস্থিত সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলির বহুল ব্যবহার এবং নতুন নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব জনগণ আরো ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে বলে আশা করছি।

আমি এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সিমিন হোসেন রিমি, এমপি

মহাপরিচালক
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী তথা 'মুজিববর্ষ' এবং মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রান্তলগ্নে অন্যান্য বারের মতো ৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে গৃহীত নানা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণ যেমন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হবে- তেমনি দেশের সকল গ্রন্থাগার নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।
মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে বই। মানব মনের সকল প্রকার অন্ধত্ব, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে তাকে আলোকিত পথে পরিচালনের মাধ্যমে যথাযথ জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনে বই-এর ভূমিকা অতুলনীয়। আর বই-এর সংরক্ষণাগার হিসেবে গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি জাতির জন্য বাতিঘর স্বরূপ।
আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার কর্তৃক জাতিকে যথার্থভাবে জ্ঞানমনস্ক ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের গ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতা ও সেবাকার্যক্রমকে আরো অবাধ, গতিশীল এবং আধুনিক করতে গৃহীত হয়েছে নানা কর্ম পরিকল্পনা। এ ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে ছয়টি জেলায় নতুন লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। 'চট্রগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স' নির্মাণ, 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি' 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণ' জেলা পর্যায়ে 'অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সম্প্রসারণ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ পাঠ-সেবা ও তথ্য প্রাপ্তির সুযোগসহ সামগ্রিক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।
মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহীত 'দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন' প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়িতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পিতামহ শেখ লুৎফর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ 'শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে- যা হবে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণা কার্যক্রমের জন্য একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ এক দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় সকল অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন একটি সুশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জাতি। এ প্রেক্ষাপটে দেশের জনগণের মধ্যে যথার্থভাবে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।
বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২২' উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য আমি গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থপ্রেমী সাধারণ জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি এবং এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: আবুবকর সিদ্দিক